

নীলাচল

চলে যেতে সময় লাগেনি তোমার ,
অভিনয়ের মিথ্যে নীলাচল থেকে ।
আমি শুধু প্রহর গুনেছি নিরন্তর ,
তোমাকে একান্ত আপন করে পাব বলে ।
নিরর্থক চাওয়াকেই একান্ত আপন করে ,
গুছিয়ে নিব ভেবেছিলাম তোমার সাথে ।
অবাস্তব মৌনতার অতল শিকড়ে ,
ভালোবাসার অদৃশ্য বাস ভেবেছিলাম ।

সঙ্গছাড়া তোমার স্নান আত্মছায়াটা ,
একদিন তোমাকে ঠিক জিজ্ঞাসা করবে ,
‘নিষ্পাপ ভালোবাসা ছাড়া কি দোষ ছিল তার ?
উত্তর তুমি পাবেনা কিছু ; অজুহাত ছাড়া ।
যে প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়েছো তুমি অবহেলা করে ,
নিষুম রাতের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে তাকে ।

বেদনা আমাকে হারাতে পারেনি তবুও ।
আজও সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণকে ,
একাই উপভোগ করি আমি তোমায় ছাড়া ।
ভালোবাসার কলঙ্কে উলঙ্ঘিত করে ,
আজও আমি হাসি বিধাতাকে লক্ষ্য করে ,
তুমি কি আমার চেয়েও সুখী ?

আত্মকথা

অচেতনেও তোমার হৃদয় মাঝারে ,
নিরবে ঘর বাধব আমি ।
বাস্তবতার আড়ালেও লুকিয়ে লুকিয়ে ,
ভালোবাসব তোমাকে আপন করে ।
সুর ছাড়া মোর প্রেমগীতিকে ,
চৈঁচিয়ে চৈঁচিয়ে গাইব সবার মাঝে ।

একটু একটু করে যখন তুমিও
চাইবে আমাকে ভালোবাসার ঘোরে ।
তখন একদিন হট করে কোনো কারণ ছাড়াই ,
নিরুদ্দেশ হব আমি অনেক দূরে ।
কারণ তোমার ভুলগুলোকে আর কেউ
ভালোবেসে মেনে নেবে না আমার মতো ।

স্বপ্নেরাও তোমাকে বার বার বোঝাবে ,
আমাকে ছাড়া তুমি নিতান্তই অসম্পূর্ণ ।
সেদিন আবার আমি আসব তোমার কাছে ,
আমাকে দেখেই তুমি সব ভুলে যাবে ।
কারণ হারানোর ভয় তখন তোমাকেও
গ্রাস করবে আমার মতোই ।

শেষকথা

ভুল ভেবেছিলে তুমি আমাকে ,
হারানো সুরের অসহ্য যন্ত্রনাকে এখনও
মনের নিভৃত অন্তরালে বদ্ধ রেখেছি আমি ।
ভুল ভেবেছিলে ; যে নির্মম বাস্তবতা ,
আমার পরাণ পাথরকে মোম বানাবে ।
কয়লার আঁচে জল ফেলেছো তুমি ,
তবুও ভালোবাসার আগুনকে নিভতে দিইনি আমি ।

তোমার নিষ্ঠুর কথার অতল গহীনে ,
ভালোবাসার শেষ নিঃশ্বাসকে খুঁজেছি আমি ।
কারণ যাইহোক না কেন , সেগুলোতো আমাকেই বলা ।
শূন্য আকাশেও যে হাজার তারার বাস ,
সেটা একদিন ঠিক তুমি বুঝতে পারবে ।
তোমাকে হারিয়ে যা কিছু পেয়েছি আমি ,
তোমাকে পেয়ে সেগুলো সব হারাতাম আমি ।

স্বপ্নপরী,

আমার দেখা তোমার সেই মিষ্টি মধুর হাসি
মিট মিট করা জ্যোৎস্না চাঁদের মতো রূপ বা
তোমার দেহের ঝিকিমিকি তারার উজ্জ্বল আলো
মানিকের মতো উষ্ণ শীতল নিঃশ্বাসের কোমল আভা
কেন জানিনা আমার ব্যস্ত মনের সহস্র মোড়কে
ভাষতে থাকে শুধুই তোমার চাহনির সূক্ষ্ম মহিমা
লোচনও কেন মুড়তে নারাজ লজ্জাবতীর মতো
বাসতে তাই লেগেছি ভালো তোমাকে আমি
সি শুধুই চাই তোমার একটুখানি সাক্ষাৎ

সি

পরিনতি

শুনেছিলাম সারাদিনের ব্যর্থ মেঘগুলো
সবেমাত্র বিজয়োল্লাসে ভূমিস্ঠ হয়েছিলো ।
তখন প্রসব ব্যথায় কাতর তুমি , মা
আমাকে দেখেই হেসেছিলে কাঁদতে কাঁদতে ।
বাবা বলেছিলো আমাকে দেখে ,
জগতের সব সুখ দেবো আমার পরীকে ।

মা , তোমার কোলছাড়া জগতটাকে তো
কল্পনাই করিনি কোনোদিন ।
বাবা, আমার দুষ্টমিগুলোকে খেলার ছলেই
তুমি ভালোবাসায় পরিনত করে দাও ।
আর যখন আমি কাঁদি তখন
তোমরা দুজনেই যেন বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দাও ।
শুধুমাত্র আমাকে হাসানোর জন্য ।

দোষটা কি আমার মা ?
তাহলে আমি আর কোনোদিন
তোমার কথা অমান্য করব না ।
বলনা বাবা বলনা চুপ করে আছো কেন ?
তুমিও কি রেগে আছো আমার ওপর
হোমওয়ার্ক করিনি তাই ?

তাহলে আমি কথা দিচ্ছি বাবা,
তোমার বলার আগেই আমি
সব হোমওয়ার্ক করে নিব ।
মা তুমিও কি রেগে আছো
আমার নামে হেডম্যাম কমপ্লেন করেছে তাই ।
ক্লাস টুতে আমার রেজাল্ট ভালো হয়নি ।

বলনা মা সবাই কেন এমন বলছে
'তোমার বাবা না হয় মা যেকোন একজনকে
বেছে নিতে হবে বাকি জীবনের সঙ্গী হিসেবে ।
তোমরা কেন এমন করছো বাবা যেখানে
তুমি আর মা চিরতরে আলাদা হয়ে যাবে ।
শেষবারের মতো একটিবার , শুধু একটিবার
তোমরা কেউই আমাকে ছেড়ে যেওনা ।

আদালতে আমি বলে দিব যে
এসব কিছু মিথ্যে ছিল , সব মিথ্যে ।
তোমরা আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছো,
কিন্তু আপনজনকে ছেড়ে বাঁচতে শেখাওনি ।
কিন্তু তোমরা চিন্তা করনা
আমি একদিন নিশ্চয় শিখে যাব ।
সেদিন হয়তো তোমাদের কথা মনেও পড়বে না ।

শুভ জন্মদিন

মাগো সুনিল কাল স্কুল আসেনি ,
কেন জানো মা ?
কালকে ওদের বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিলো ।
আমিও গেছিলাম মা ।
কত বড় বড় লোক
কতো রকমারি পোষাক পরা ।

আর জানো ,
সবাই ওকে বড় বড় পুরস্কার দিচ্ছিল ।
আমি শুধু দেখছিলাম
নিরব শুকনো মুখে ।
শুধু কি তাই মা ,
কত আজব সব খাবার ;
হালুয়া ,দোসে , কাবাব, আরো কত কি ?
তোমার বিশ্বাসই হত না ।

জানো ওরা সবাই ছবি তুলছিল ।
আমি যেই না গেলাম ,
আমাকে ঠেলে তাড়িয়ে দিল ।
তারপর সবাই যখন খাবার খাচ্ছিল ,
বেশি নয় মা ,বেশি নয় ;
শুধু একটা হালুয়া তুলেছিলাম ভাড়া থেকে,
আর ওমনি একটা লোক ,
আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিল ।
আমি বললাম যে আমি সুনিলের বন্ধু ।
সে কি বলল জানো ?
ছিঃ এত নোংরা পোষাক যা দূর হ
জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে খারাপ করিসনা ।

মা আমিও আজ স্কুল যাবোনা ।
আজ আমারও জন্মদিন ।
তাহলে আমি পুরস্কার পাবো না ?
ওমন খাবার খেতে পাবোনা ?
সুন্দর পোষাক পাবো না ?
বলনা মা বলনা ?
চুপ করে আছো কেন ?
তাহলে কেও আমার ছবি তুলবেনা ?

পরক্ষনেই চোখ মুছে মা ,
বলল ক্ষনিক হেসে,
‘পাবি পাবি সব পাবি ;
ওর চেয়েও ওনেক বেশি ।
হাতটা ধরে কোলে টেনে মা ,
করল কপালেতে এক মধুর চুম্বন ।
বল এর চেয়ে আর বড় কি চাস তুই ?‘

মায়ের মন

ছেলে আমার ইঞ্জিনিয়ার
লন্ডনেতে থাকে ।
বছর দশেক বাদে আজ
ফিরছে আবার দেশে ।
এবার তাকে দেবনা আমি
যেতে বহুদূর ।
রাখব তাকে আমার কাছেই
রাখব জনমভর ।
ছোটবেলায় যেমন করে

থাকত আমার কোলে ।
তেমন করেই রাখব বেধে
আমার এই আঁচলে ।
খিদে লাগলে যেমন করে
ছুটত আমার কাছে ।
তেমন করেই খাইয়ে দাইয়ে
রাখব বুকের মাঝে ।
শেষ কবে তাকে দেখেছিলাম
গেছি আজ ভুলে ।
কিন্তু স্মৃতিগুলো সব আছে জমে ,
আমার চোখের জলে ।
হঠাৎ একটা ফোন আসল
বলছে আমার ছেলে ।
এবার আর আসতে পারছি না
রিয়াকে লভনে ফেলে ।
চমকে গিয়ে বললাম আমি,
বিয়ে করেছিস তুই ?
হ্যাঁ জানো সে আবার মা হবে
এইতো কদিন পরেই ।
আর কিছু বলার থাকলে
বলো তাড়াতাড়ি ।
ঠিক আছে ঠিক আছে ,
আসতে হবে না বাড়ি ।
শুধু একটা কথা বলব
মনে রাখিস যেন ।
পড়ানোর জন্যে ছেলেকে
কোলছাড়া করিসনা কক্ষনো ।
হঠাৎ ফোনটা কেটে গেলো
বুঝতে পারলাম আমি ।
ছেলে আমার বড়ো হয়েছে
ছোটো হয়েছি আমি ।

পাত্রী চাই

পাত্র বি এ পাস
বড়ো বেশী গরীব নই ।
মাঝেমধ্যেই ধার দেনাতে
পেটের কাবার বন্ধ হয় ।

দীনমজুরই কর্ম তার
সাড়ে পাঁচ লম্বা ।
কালো নয় ভদ্র বেশী
এমনই তার স্বভাবটা ।

পাত্রী চাই সুশ্রী
কালো হলেও চলবে ।
কম বকে কাজ করে
বাড়ির হাল ধরবে ।

লম্বায় পাঁচ হবে
চাঁই ভালো রাঁধুনী ।
অত পড়া কাজ নেই
হবে একটু জ্যানী ।

চোখ দুটো ভালো চাই
মন ভালো যার ।
থাকলে কারো এমন মেয়ে
তাড়াতাড়ি দরকার ।

স্বপ্নপরী,

আমি স্বপ্নেও খুঁজি তোমার ঐ নিষ্পাপ মধুর হাসি
মিস্টি ভোরের আলোয় ঝলসানো সৌন্দর্যের বাহার বা
তোমার চোখে ভালোবাসার একটু কাজল কালো
মাতাল করা ব্যস্ত বাতাসে ওড়া চুলের সোনালী আভা
কেন যে বারবার না ভেবেও আমার মনের প্রশস্ত চিবুকে
ভাবছি তোমার না বলা সেই ভালোবাসার আলতো মহিমা
লোচনের পাতায় লজ্জার একটু খানি প্রেমপ্রভা আমার মতো
বাসবো সারাজীবনই ভালো তোমাকে এমন করেই আমি
সিধাসাদা আমার এই ছায়ার পাশে চাই তোমার সাক্ষাৎ

সাগর বিশ্বাস

বলোনা

গভীর রাতে একাকি তুমি যেদিন জেগে থাকবে
দিবাস্বপ্নের বেশেই আমি আসবো তোমার খেয়ালে
তুমি বুঝবে না কেন কি কারনে ভাবছো আমাকে
সেদিন হয়তো বা আমিও ভাববো তোমার কথা
সুখসাগরের পারে তোমাকে নিয়ে ঘর বাধব আমি
তারার দেশে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব আমি
একান্ত আপন করে ভালোবাসবো তোমায় হৃদয়জুড়ে
নীলছে আকাশের কালো মেঘকে বর্ষাবো তোমার জন্য
একটিবার শুধু ভালোবাসো আমায় নিষ্পাপ মনে
স্বপ্নের মতোই নিখাদ সোনায় মুড়িয়ে রাখবো তোমায়
?

সাগর বিশ্বাস

অভিমান

আমি আর রাগ ভাঙতে চাই না তোর
তুই থাক তোর মিথ্য অভিমান নিয়ে ।
তোকে হারানোর ব্যাখ্যাটা এবার না হয়
সহ্য করে নিব , রোজ কোলবালিশের আড়ালে ।
ভুলতে না পারা স্মৃতিগুলোকে আকড়ে ধরেই
কাটিয়ে দিব বাকিটা স্মান জীবন ।

হঠাৎ করে যদি তোর কথা মনে পড়ে যায়,
চিন্তা করিসনা , অশ্রুজোয়ারে ভেসে
আমাদের ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করবো না ।
বরং তোর চেতনাহীন পাগলামিগুলোকে
স্মরণ করেই হাসবো মনে মনে ।
ভাববো কতই না ভালো হতো যদি তুই এভাবেই
সারাজীবন ভালোবাসার মিথ্যে অভিনয় করে যেতিস ।

আমি জানি একদিন ঠিক আমাকে মনে পড়বে তোর ,
আমার কাছে ফিরে আসার হাজারও কারন খুজে পাবি সেদিন
কঠিন বাস্তবের আড়ালে লুকিয়ে, কাদবি সেদিন হৃদয় মাঝে ।
ভাববি কতই না পাগল ছিলাম আমি তোর জন্য ,
কিভাবে তোর আবদারগুলোকে নিরবে সহিতাম ।
কিনারাহীনভাবে সেদিন সুখের মোহে ভাষতে ভাষতে
দেখবি নদীর পাড়ে নতুন করে ঘর বেধেছি আমি ।

বেকারত্ব
সাগর বিশ্বাস

ওহে বিহঙ্গ, স্বপনধারী, বিদ্যাবত্তা ছেড়ে,
চেতনা আনো মুখরপানে, বৃন্দগীতি গেঁয়ে ।
জ্ঞানগর্ভে ডুব মেরেছো বৃথায় জীবনভর,
আসছে দেখো বেকারত্ব তোমার পানে ধৈঁয়ে ।

অন্তরীক্ষে ব্যস্ত তুমি, আলোর গতি কত ?
ফ্যানের জলে নুন মিশেছে, সেখবর কি রাখো ?
প্রজেক্ট তোমার অনেক দামী, হিসেব আছে শত ।

বাবার জুতোর পট্টাগুলোও, একটু গুনে দেখো ।

পাই এর মানের শেষ পেলেনা, রাতের কিনারায় ,
ভাবছো বুঝি এইবারেতে বিজ্ঞপ্তিটা যদি বেরোয় ।
সময় পেলে একটু ভেবো মায়ের পাশে বসে ,
পায়ের ব্যাথা এত বেশী, ঔষধগুলো কোথায় ?

দেশের দশা দিন গুনছে ফুরিয়ে যাবার বেলায়,
ধর্ম খেয়ে বাচছে দেখো বিদ্বজনের জাতি ।
মনের কথা বলবে কাকে ভাবছো বুঝি এখন,
আধাঁর রাতেও হাতড়ে পাবে হাজার হাজার সাথী ।

কবিতা ভেবে ভুল করোনা, আমার কথাগুলো ।
যাচাই করো দিবাসপল্টা হঠাৎ ভেঙে গেলে ।
আশার আলো স্কীন হয়েছে , যুগের মোহনায়
জোঁয়ার ডাকো উচ্চস্বরে প্রদীপগুলো জ্বলে ।

